- বর্ষ ২০১৮
- সংখ্যা ০১
- জানুয়ারী- মার্চ

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

GHASHFUL

প্রকাশনার ১৭ বছর

দেশব্যাপী একযোগে আয়োজিত উন্নয়ন মেলা ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনায় গত ১১-১৩ জানুয়ারী তিন দিনব্যাপী দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক দেশব্যাপী একযোগে উন্নয়ন মেলা ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। উন্নয়নমেলার লক্ষ্য ছিল; সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অবহিত করার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা। গত ১১ জানুয়ারী সকাল ১০ ঘটিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশে । বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

দুস্থ প্রবীণদের বিশেষ সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের বাস্তবায়নে হাটহাজারী উপজেলার মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় গত ১২ জানুয়ারি হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের অসহায় প্রবীণদের বয়স্কভাতা, অসচ্ছল প্রবীণদের ভরণপোষণ ও বিশেষ সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ড. মনজুর উল আমিন চৌধুরীর । বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন (এসসিই) প্রকল্প পরিদর্শনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক

ঝরেপড়া এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কাজ করছে সরকার

শিশুদের পড়ালেখা ও স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে অভিভাবকদের আরো বেশি ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। ঝরেপড়া এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কাজ করছে সরকার। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে বাদ দিয়ে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। গত ১৫ মার্চ ব্র্যাকের সহায়তায় পরিচালিত চট্টগ্রামে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের টাইগারপাস আশার আলো শিশু শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন এবং অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়কালে বাংলাদেশ সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) তপন কুমার ঘোষ একথা বলেন। এ সময় তিনি সরকারের সেকেন্ড চান্স এডুকেশন পাইলটিং প্রকল্পের প্রশংসা করে বলেন, পরবর্তীতে এ প্রকল্পের মাধ্যমে এখনো যে সকল শিশুরা শিক্ষার মূলধারার বাইরে রয়েছে তাদেরকে নিয়ে সরকার সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে কাজ করবে। প্রকল্প পরিদর্শনকালে আরো উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির হেড অব পার্টনারস এন্ড প্রজেক্ট মনোয়ার হোসেন খন্দকার, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এর মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগের উপ-পরিচালক রুকন উদ্দিন সরকার, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ জগলুল হায়দার, সহকারী পরিচালক জুলফিকার আমীন, ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, উপ-পরিচালক মোঃ মফিজুর রহমান, ব্র্যাক সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের চিফ অব পার্টি মাহমুদ হাসান, সেভ দ্যা চিলড্রেনের চিফ অব পার্টি রফিকুল ইসলাম সাথী, ব্র্যাকের অপারেশন ম্যানেজার (এসসিই) মাহবুব হোসেন খান, ডবলমুরিং থানার সহকারী শিক্ষা অফিসার তপন কুমার চৌধুরী, পূর্ব টাইগারপাস কলোনী । বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

দেশব্যাপী একযোগে আয়োজিত উন্নয়ন মেলা ২০১৮........ ১ম পৃষ্ঠার পর

একযোগে মেলার উদ্বোধন করেন। এবারের মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "উন্নয়নের রোল মডেল, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"। তারই ধারাবাহিকতায় সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ঘাসফুল' এমআরএ এর নির্দেশনা এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে চট্টগ্রাম ও নওগাঁ জেলা এবং পটিয়া ও হাটহাজারী উপজেলায় আয়োজিত উন্নয়নমেলায় অংশগ্রহণ করে এবং তিনদিন ব্যাপী উন্নয়ন মেলায় আকর্ষণীয় ও সুন্দর উপস্থাপনায় চারটি স্টল প্রদর্শন করে। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন আয়োজিত এম.এ.আজিজ স্টেডিয়ামের আওতাধীন জিমনেশিয়াম সংলগ্ন আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত উন্নয়নমেলায় ঘাসফুলের স্টলে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির (এমআরএ) সম্মানিত এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান অমলেন্দু মুখার্জীসহ জেলা প্রশাসন ও জেলা পর্যায়ের সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন করেন এবং সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। পরিদর্শনকালে তারা স্টলে প্রদর্শিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রশংসা করেন। এসময় স্টলে আগত অতিথিদের স্বাগত জানান ঘাসফুলের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, সহকারি পরিচালক আবেদা বেগমসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের তত্ত্বাবধানে স্টলে আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ঘাসফুল সংস্থাকে সম্মাননা স্মারক দেয়া হয়। একইভাবে নওগাঁ জেলা প্রশাসন আয়োজিত উন্নয়ন মেলার উদ্বোধনী র‌্যালীতে বিপুল সংখ্যক ঘাসফুল কর্মী অংশগ্রহণ করে এবং মেলায় একটি বর্ণাঢ্য স্টল প্রদর্শন করে। স্টল পরিদর্শন করেন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হক, বিদায়ী জেলা

প্রশাসক ড. মোঃ আমিনুর রহমান, নবাগত জেলা প্রশাসক মোঃ মিজানুর রহমান, নওগাঁ পুলিশ সুপার মোঃ ইকবাল হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মাহবুবুর রহমান। পরিদর্শনকালে তারা ঘাসফুল স্টলে প্রদর্শিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রশংসা করেন। অসংখ্য দর্শণার্থী ঘাসফুলের স্টল পরিদর্শন করেন। এ সময় স্টলে আগত অতিথিদের স্বাগত জানান সংস্থার সহকারি ব্যবস্থাপক মাকসুদুল আলম কুতুবী, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, রবি রায় মালাকারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় উদ্বোধনী র‌্যালীতে ঘাসফুলের বর্ণাঢ্য অংশগ্রহণ এবং একটি আকর্ষণীয় স্টল প্রদর্শন করা হয়। স্টল পরিদর্শন করেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল করিম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আক্তার উননেছা শিউলী, হাটহাজারী উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুল আলম চৌধুরী, ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, উপজেলা কৃষি

কর্মকর্তা শেখ আবদুল্লাহ ওয়াহেদ, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আজহারুল আলম, হাটহাজারী আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সুজন মাহমুদ। মেলায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, স্কুল-কলেজের শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীসহ বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থী ঘাসফুল স্টল পরিদর্শন করেন। এসময় ঘাসফুল স্টলে স্বাগত জানান সংস্থার সহকারী ব্যবস্থাপক ও হাটহাজারী জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাজিম উদ্দিন, পেইজ প্রকল্পের সমন্বয়ক আবদুল আজিজ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। একইভাবে পটিয়া উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত উন্নয়নমেলায় ঘাসফুল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত উন্নয়নমেলায় ঘাসফুলের স্টল পরিদর্শন করেন পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, পটিয়া পৌরসভার মেয়র অধ্যাপক মোঃ হারুনুর রশিদ, পটিয়া পৌরসভার সচিব মোহাম্মদ মহসিন, পটিয়া সহকারী কমিশনার (ভূমি) মিল্টন রায়, পটিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান মোজ্জাফর আহম্মেদ চৌধুরী টিপু, উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান আফরোজা বেগম জলি, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আতিয়া চৌধুরী, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ শফিউদ্দিন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রঘুনাথ সাহা,

উপজেলা প্রাণি কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আলমগীর, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল মতিন, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ মনসুর আহমদ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মাইনুদ্দিন মজুমদার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মোতাহের বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী বিশ্বজিৎ দত্ত প্রমুখ। এছাড়াও সরকারি-বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা,ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, এনজিওকর্মীসহ পটিয়া উপজেলার সাধারন জনগণ। সকলে ঘাসফুলে বিভিন্ন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এসময় সংস্থার পক্ষে অতিথিদের স্বাগত জানান ঘাসফুলের সহকারী ব্যবস্থাপক ও পটিয়া জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ নুরুজ্জামান। মেলার স্টলগুলোতে সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে ফেস্টুন, পোস্টার, ঘাসফুল বার্তা, বার্ষিক প্রতিবেদনসহ আরো নানাধরণের পাবলিকেশন ও ডেমোর মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ড তুলে ধরা হয়। এতে উপকারভোগীদের বিভিন্ন ধরনের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী পেইজ প্রকল্পের বিষমুক্ত মরিচ-চাষের প্রদর্শনী, বায়োগ্যাস, ভার্মি কম্পোস্ট ও ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষাবাদের ডেমো প্রদর্শন করা হয়।

ঘাসফুলের আঞ্চলিক প্রধানদের.... ১১ পৃষ্ঠা পর

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিভাগের উপ-পরিচালক সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন বিষয়ক ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ঘাসফুল শুদ্ধাচার কমিটির ফোকাল পয়েন্ট এবং প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ। উক্ত সভায় হাটহাজারী, ফেনী ও কুমিল্লা অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় তৃণমূল পর্যায়ে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন এবং গ্রাহক কমপ্লায়েন্স নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিভাগের সহকারী পরিচালক এবং সংস্থার শুদ্ধাচার কমিটির সদস্য মোঃ তাজুল ইসলাম খান। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম উদ্দিন, আবুল কাশেম, আব্দুল গফুর ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ কর্মকর্তা মোঃ মাসুদ পারভেজ প্রমুখ।

ঘাসফুল শিশু ব্যাংকিং কর্মসূচি'র আওতায় সোনালী ব্যাংক লিঃ, পাহাড়তলী শাখার সাথে চুক্তিনামা সম্পন্ন

গত ১২ মার্চ ঘাসফুল শিশু ব্যাংকিং কর্মসূচি'র আওতায় সোনালী ব্যাংক লিঃ, পাহাড়তলী শাখার সাথে এক চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়। উক্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিনামায় ঘাসফুলের পক্ষে স্বাক্ষর করেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী এবং সোনালী ব্যাংক এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন পাহাড়তলী শাখার ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল আমিন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল সাড়ে চার হাজার শিশুকে ব্যাংকিং চ্যানেলের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম নগরীর ১১টি ব্যাংকের ২১টি শাখায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার শিশুর ব্যাংক হিসাব খোলা সম্পন্ন হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল এসসিই প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সিরাজুল ইসলাম এবং ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সৈয়দ মামুনুর রশীদ।

ঝরেপড়া এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের........ ১ম পৃষ্ঠার পর

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেশমা আকতার ভুঁইয়া, ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ম্যানেজার সিরাজুল ইসলাম ও জোবায়দুর রশীদসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার মূলধারার সাথে ঝরেপড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সম্পৃক্ততার সুযোগ সৃষ্টি হবে। শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং একই মানের। এছাড়া ৫+ শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি--৩ (PEDP III) বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে অবস্থান করছে। কর্মসূচিতে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশুবান্ধব শিখনের ওপর গুরুত্ব (DPE 2009-2012) দেয়া হয়েছে এবং এটিকে আরো জোরদার করা হচ্ছে। ভর্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন থাকা সত্ত্বেও ঝরেপড়া রোধ এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন ছাড়া 'সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কঠিন। এ প্রেক্ষাপটে গত আগষ্ট ২০১৭ হতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪১টি ওয়ার্ডে সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পটির মাধ্যমে যে সকল শিশু (বয়স ৮- ১৪ বছর) সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে তাদেরকে শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। বর্তমানে নগরীতে এরকম মোট দশ হাজার শিশুর জন্য মোট ৩৩৩ টি শিখন সেন্টারের মাধ্যমে এধরণের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। নগরীতে তিনশত তেত্রিশটি শিখন কেন্দ্রে অধ্যয়নরত দশ হাজার শিশুর মধ্যে রয়েছে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা 'ঘাসফুল' এর ৯৫ টি সেন্টারে ২৮৬০ জন শিশু, কোডেক এর ৯৫ টি সেন্টারে ২৮৫০ জন শিশু, ইপসা এর ৪৮টি সেন্টারে ১৪৪০ জন শিশু, যুগান্তরে ৪৭টি সেন্টারে ১৪১০ জন শিশু, ভিএসকে এর ৪৮ টি সেন্টারে ১৪৪০ জন শিশু।

দুস্থ প্রবীণদের বিশেষ.... ১ম পৃষ্ঠার পর

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মুখ্য সচিব ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবদুল করিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা পরিষদের উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুল আলম চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আক্তার উননেছা শিউলী, সহকারী কমিশনার (ভূমি) শফিকুর রিদোয়ান আরমান শাকিল, গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান মুজিব এবং ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দুই ইউনিয়নেই ঘাসফুল দক্ষতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রবীণদের সহায়তার জন্য ঘাসফুলকে ধন্যবাদ। ভাল কাজের জন্য পিকেএসএফ এর সহযোগিতা সবসময় অব্যাহত থাকবে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মেখল ইউনিয়নের ১০০জন ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের ৭৫জন প্রবীণের মাঝে বয়স্কভাতা বিতরণ করা হয়। এছাড়াও মেখল ইউনিয়নের ১৬৩জন অসহায় প্রবীণের মাঝে ৫০টি কম্বল, ৫০টি চাদর, ২০টি লাঠি, ২০টি কমোড চেয়ার, ২০টি ছাতা ও ২টি হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর উপ-মহাব্যবস্থাপক এ এইচ এম আবদুল কাইয়ুম, ঘাসফুলের ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের উপ-পরিচালক সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী।

সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

ঘাসফুল পরিচালিত সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ৯৫টি শিশু শিখন কেন্দ্রে মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে প্রতিটি শিখন কেন্দ্রে বিভিন্ন বর্ণমালা ও শহীদ মিনার এঁকে সাজানো হয়। সকাল ৯টায় শিখন কেন্দ্রের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষিকা, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার এবং অভিভাবক কমিটির সদস্যদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয় এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিশুদের মাঝে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। শিক্ষার্থীরা সঙ্গীত, নৃত্য ও ছড়া আবৃত্তি পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে দিবসটি পালন করে।

জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

১৭মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস ঘাসফুল পরিচালিত সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ৯৫টি শিশু শিখন কেন্দ্রে পালন করা হয়। এদিন প্রতিটি শিখন কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী ও জাতীয় শিশু দিবসের তাৎপর্য শিশুদের মাঝে তুলে ধরা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

ঘাসফুল পরিচালিত সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ৯৫টি শিশু শিখন কেন্দ্রে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় । প্রতিটি শিখন কেন্দ্রের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষিকা, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, অভিভাবক কমিটির সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য শিশুদের মাঝে তুলে ধরা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা সঙ্গীত, নৃত্য ও ছড়া আবৃত্তি পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করে।

পাটের নতুন দিগন্ত

সম্প্রতি বাংলাদেশের এক বিজ্ঞানী পাটের ফেলে দেয়া অংশ থেকে একটি পচনশীল, পরিবেশ বান্ধব, প্রাকৃতিক পলিব্যাগ তৈরীর বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। পলিথিনের বিকল্প হিসেবে এ ব্যাগ ইতিমধ্যে দেশ বিদেশে সাড়া ফেলেছে। পাটের তৈরী ব্যাগটি দেখতে বাজারের সাধারন পলিথিন ব্যাগের মতোই; তবে এটি পলিথিনের মতো এতটা পাতলা নয় বরং বেশ স্বচ্ছ ও মজবুত। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ড. মোবারক আহমদ খান, দীর্ঘ ছয় বছর গবেষণা করে এই বিশেষ পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। তার কঠোর পরিশ্রম শুধু বাংলাদেশে নয় গোটা পৃথিবীতে পাটের জন্য এক নতুন দিগন্ত সূচনা করেছে। দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, নতুন আবিষ্কৃত এ ব্যাগের সরকারি নাম এখনও ঠিক হয়নি তবুও সবাই এটিকে সোনালী ব্যাগ নামেই অভিহিত করছে কারণ পাট একসময় বাংলাদেশের সোনালী আঁশ নামে খ্যাত ছিল। পাটের সূক্ষ্ম সেলুলোজকে প্রক্রিয়াজাত করে এই ব্যাগ তৈরী করা হয়। এ পলিমারটি পচনশীল, বাতাস ও পানি-নিরোধী, গঠনবিন্যাস প্রায় পুরোই পলিথিন ব্যাগের মতো। ব্যাগটি বেশ মজবুত এবং পলিথিন ব্যাগের মতোই- এটিকে বেশ কয়েকবার ব্যবহার করা যায়। ড. মোবারক আহমদ খান বলেছেন যে, এই ব্যাগটি পলিথিন থেকে দুই অথবা তিনগুন বেশী ওজন নিতে পারে, পানি শোষন না করা সত্ত্বেও মাটিতে ফেলার কয়েক মাসের মধ্যে পুরোপুরি মাটিতে মিশে যায়। তাই পরিবেশ নিয়েও আর কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। যদি আমরা পলিথিনের সাথে তুলনা করতে যাই তাহলে দেখা যায় পলিথিন একটি অপচনশীল বস্তু। এটি মূলতঃ জনপ্রিয়তা পায় তার থার্মো-ম্যাকানিক্যাল

বৈশিষ্ট্য এবং কম দামের জন্য। কিন্তু এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, পলিথিন ব্যাগ মাটির সাথে মিশতে বহুবছর লেগে যায়। সুতরাং এখান থেকেই বুঝা যায় পলিথিন আমাদের পরিবেশের জন্য কতটা ক্ষতিকর। অন্যদিকে পাটের তৈরী সোনালী ব্যাগ পচনশীল এবং পরিবেশ বান্ধব। তাই পরিবেশের ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই বরং এটি পচে গিয়ে পরিবেশকে আরো উর্বর করে তুলবে। ব্যাগটি ব্যবহারের ফলে পয়ঃনিষ্কাষন সমস্যা এবং জলবদ্ধতা দূরীকরণে সহায়ক হবে। পাটের সোনালী ব্যাগ উৎপাদনের মূল বাঁধা হল এই ব্যাগ তৈরীর পদ্ধতি বেশ ব্যয়বহুল। বর্তমানে পাটজাত সোনালী ব্যাগ তৈরী করতে প্রতিটিতে দশ টাকা খরচ হয়। আশার কথা হচ্ছে এই ব্যাগের আবিষ্কারক ড. মোবারক আহমদ খান মনে করেন, যখন এই ব্যাগ বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হবে তখন এর দাম পলিথিন ব্যাগের মতোই হবে এবং সাধারণ মানুষের নাগালে চলে আসবে। সোনালী ব্যাগের প্রধান কাঁচামাল পাট বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। সুতরাং ড. মোবারক আহমদের এধরণের আশার বাণী অত্যন্ত আশাপ্রদ-এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরিবেশ বান্ধব পাটের সোনালী ব্যাগ পরিবেশ দূষণকারী পলিথিন ব্যাগের জায়গা দখল করতে যাচ্ছে শুধুমাত্র তাই নয় বরং বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন বিশ্ববাজারে এধরণের পাটজাত পণ্য বিলিয়ন ডলারের ব্যবসায়িক সম্ভাবনার সৃষ্টি করবে। ইতিমধ্যেই ডেমরায় অবস্থিত সরকারি পাটকল প্রতিদিন দুই হাজার পলিব্যাগ তৈরীর জন্য যথেষ্ট পরিমাণের পলিমার উৎপাদন করছে। এছাড়াও বিজেএমসি নরসিংদীতে সাত থেকে আট একর জমি অধিগ্রহণ করেছে যেখান থেকে প্রতিদিন তিন থেকে চার টন ব্যাগ উৎপাদন করা যাবে। পুরো বিশ্বে প্রতিদিন পাঁচশত বিলিয়ন পলিব্যাগ ব্যবহৃত হয়। যদি বাংলাদেশ তার সব উৎপাদিত পাট ব্যবহার করে সোনালি ব্যাগ উৎপাদন করে তাহলে বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ ব্যাগের চাহিদা পূরণ করা যাবে। সুতরাং বলা যায় বাংলাদেশের জন্য বিলিয়ন ডলারের ব্যবসার সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করছে। বাংলাদেশের ক্ষয়িষ্ণু পাটশিল্পের জাগরণে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

--স্নিগ্ধা হক
ইস্যু ভিত্তিক তরুণ লেখক ও কলামিস্ট
[লেখকের নিজস্ব মতামত ও অভিব্যক্তি প্রকাশিত]

জীবন যুদ্ধে লড়াই

দশ বছরের শিশু শিবলু দাশ। তার জীবন কাহিনী একটু ব্যতিক্রম। আমরা কম-বেশী সকলেই জানি সেবক কলোনীর বাসিন্দারা শিক্ষিত হয়ে সীমিত গন্ডি থেকে বেরিয়ে ভিন্ন পেশায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। এখানে হতভাগা শিবলুর ভাগ্য বাইরের জগত থেকে নিয়ে এসেছে সেবক কলোনীর চার দেয়ালে। সে এখন চট্টগ্রাম নগরীর পূর্ব মাদারবাড়ী সেবক কলোনীতে প্রতিষ্ঠিত ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের ছাত্র। শিবলুর বাবা স্বর্গীয় ইন্দ্রেন্দ্র সেন দাশ আর মায়ের নাম ছবি দাশ। ছেলেটা ভারী দুষ্ট। পড়াশুনায় মন নাই তার, স্কুলে পড়তেও মন চায় না। শিবলু দাশের পৈতৃক বাড়ী ছিল; চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার হাসুহাজীর হাট গ্রামে। শিবলু দাশ যখন বড় হয়ে বুঝতে শেখে তখন সে জানতে পারে তার বাবা পৃথিবীতে বেঁচে নেই। অভাবের সংসারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি চলে যাওয়াতে শিবলুর মা চার ছেলে ও এক মেয়ের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে। তারপর এ এলাকার পূর্ব পরিচিত হরিজন সম্প্রদায়ের একজনের সহায়তায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে সুইপার হিসেবে চাকুরী পান। শুরু হয় তাদের ভিন্ন সমাজের অন্যরকম এক পথ চলা। গ্রামীণ তৃণমূল জনপদে বলা যায় এটিও একধরণের ট্রাজেডি। শিশু শিবলুর জীবনে রয়েছে আরো এক ভয়ানক ট্রাজেডি। কথা প্রসঙ্গে জানা যায় শিবলুর পিতা মারা যান নিজে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করে। সেবক কলোনীর ভিন্ন জগতে এসে ভিন্ন জীবনযাপনে পিতৃহারা গ্রামীণ দুরন্ত ছেলেটা সর্বদা এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করে। দুরন্তপনা এক পর্যায়ে হিংস্রাত্মক হয়ে উঠে। একবার তার মা তাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। শিবলু সেখানে স্কুলের অন্যান্য ছেলে মেয়েদের সাথে দুষ্টামি আর মারপিঠ করার কারণে পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। একদিন ছেলেটি চট্টগ্রাম নগরীর পূর্ব মাদারবাড়ি সেবক কলোনীতে প্রতিষ্ঠিত 'ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র" এর শিক্ষক নিলুফার এর দৃষ্টিতে আসে। তিনি ছেলেটিকে কেন্দ্রে ভর্তি করিয়ে নেন। শিবলু প্রসঙ্গে শিক্ষিকা নিলুফার আক্তার বলেন, আমি ছেলেটাকে একমাস ফলোআপ করলাম, দেখলাম সে সকালে ঘুম থেকে উঠে সবার ঘরে ঘরে গিয়ে অন্য মানুষদের জন্য রাস্তার ওপার থেকে নাস্তা এনে দেয়। বিনিময়ে তাকে ছিটেফোটা বা উচ্ছিস্ট কিছু খেতে দেয়-এতেই সে খুশি। শিবলু দাশকে কোনদিন একই প্যান্ট-শার্ট ছাড়া আর কোন নতুন জামাকাপড় পড়তে দেখিনি। তার জামা-কাপড় বলতে ওই একটি ছেঁড়া প্যান্ট আর একটি ছেঁড়া শার্ট। ঝড় বর্ষা, শীত সবসময় সে ওই জামা পড়েই ঘুরে বেড়ায়। শিবলুর মা ছবি দাশ দারিদ্রতার কষাঘাতে জীবন-যাপন করলেও তার রয়েছে একটি সুন্দর ধারণা। তিনি বলেন, আমাদের দেশে অনেকের ধারনা নিচু কাজ করলে আত্মসম্মানের হানি ঘটে। কায়িক শ্রমকে অনেকে ঘৃণার চোখে দেখে, ছোটলোকের কাজ মনে করে। ছবি দাশ মনে করেন, কোন কাজ ছোট নয় বরং এটাকে ঘৃণা না করে সকল বৈধ কাজকে শ্রদ্ধা করা উচিত। ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষিকা বেশ কিছুদিন ছেলেটির চলাফেরায় নজরদারি শেষে একদিন শিবলুর মা এর সাথে আলাপ করেন। শিক্ষিকা বলেন, শিবলুকে আমি ডেকে বুঝিয়ে ওর মায়ের সাথে কথা বলে পড়াশুনার জন্য ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রে পাঠাতে বললাম। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম দুরন্ত ছেলেটি আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনে প্রতিদিন শিশু বিকাশ কেন্দ্রে আসতে শুরু করে। শিবলু এখন লিখতে পারে এবং পড়তেও পারে। কাছাকাছি এস, কলোনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর চেষ্টা করি। সময় চলে যাওয়াতে চেষ্টা করেও এবছর আর তাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়নি। শিক্ষিকা নিলুফার দৃঢ়ভাবে আশা প্রকাশ করে বলেন, ছেলেটাকে আমি নিজেই সামনের বছর স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিব। তথাকথিত অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের বসতি পূর্ব মাদারবাড়ির সেবক কলোনীর বাসিন্দাদের জীবন-মান উন্নয়নে ঘাসফুল কাজ শুরু করে আশির দশকে।

সম্পাদকীয়

জানবে বিশ্ব জানবে দেশ, দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুত বাংলাদেশ

ভৌগলিক অবস্থানসহ নানাবিধ কারনে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি দেশ। প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট দু'ধরণের দুর্যোগই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে নানা সময়ে নানাভাবে বাধাগ্রস্থ করেছে। এধরণের শত প্রতিকূলতার মাঝেও অগ্রযাত্রায় অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশ। এ অদম্য যাত্রার পেছনে এদেশের মানুষের দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা একটি বড়ধরণের নিয়ামক। দুর্যোগ শুধু প্রাকৃতিকভাবে হয় না, মানুষের কারণেও ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে আসে মানব সমাজে। সাধারণভাবে দুর্যোগ বলতে আমরা বুঝি প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট এমন ঘটনা যা মানুষের এবং সমাজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। এতে ধ্বংস হয় মানবসম্পদ, পরিবেশ, জলবায়ু, অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা। অধিকাংশ সময় দেখা যায় এধরণের দুর্যোগের ফলে বিপর্যস্থ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ ও প্রচেষ্টায় ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বাংলাদেশের জনগণ এমন এক জাতি যারা সকল ধরণের দুর্যোগ মোকাবেলায় বিশ্বের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস বা পাহাড়ধ্বস, নদী ভাঙন, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাত, পাহাড়ি ঢল, খরা, টর্নেডো, কালবৈশাখি, সিডর, মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তন, আর্সেনিক দূষণ এবং মানব সৃষ্ট দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে শরণার্থীর চাপ বা পুশ-ইন বা স্থানচ্যুতি, সড়ক দুর্ঘটনা, নৌ-দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড, পরিবেশগত অবনতি ইত্যাদি। এধরণের বিভিন্ন দুর্যোগ বাংলাদেশে যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি করেছে তা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো সত্যিই বীরত্বপূর্ণ জাতীয় কৃতিত্ব। তারপরও জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে আরো নানা ধরণের ভয়াবহ নতুন নতুন দুর্যোগ সৃষ্টি এবং বর্তমান দুর্যোগগুলোর তীব্রতা বাড়ার আশংকা রয়েছে। যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠে পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ইতিমধ্যে দেশের উপকূলীয় এলাকায় সময়ে-অসময়ে ঝড়বৃষ্টিবিহীন তীব্র প্লাবন পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি বয়ে নিয়ে আসতে পারে ভূমিকম্প ও পাহাড়ধ্বস- যা ইতিমধ্যে সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া দুর্যোগগুলো আমাদের সেই সতর্কবার্তা দিয়ে গেছে। দুর্যোগের মুখে পড়ে সহজাতভাবে এদেশের মানুষের যেমন প্রস্তুতি ও ক্ষতি প্রশমনের সক্ষমতা বেড়েছে, তেমনই সরকার ও বিভিন্ন মানবতাবাদী উন্নয়ন সহযোগীদের ক্রমাগত সহযোগিতায় এই ঝুঁকি প্রশমনের সক্ষমতা একটি পদ্ধতিগত কৌশলের রূপ লাভ করেছে। প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগ বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় দক্ষতা অর্জন করেছে- যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য অনুকরণীয়। সুতরাং এবারের জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০১৮ এর প্রতিপাদ্য: জানবে বিশ্ব, জানবে দেশ, দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুত বাংলাদেশ অত্যন্ত যথার্থ এবং সার্থকতা বহন করে।

সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে এনজিও সমূহের ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিরোধ মেটাতে আইনের শাসন অপরিহার্য। সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে ধনী, দরিদ্র অধিকাংশ লোকেরই আইনি সহায়তার প্রয়োজন। সমাজে বিশেষ করে তৃনমূল জনগোষ্ঠীর অনেকেই অর্থ, সাহস, জ্ঞান বা সচেতনতার অভাব কিংবা রাজনৈতিক বা পেশী শক্তির চাপের কারণে আইনি প্রক্রিয়ায় জড়াতে চান না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় রাষ্ট্রীয় আইনের আশ্রয় নেয়ার পথগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার ফলেও গ্রামের দুস্থ মানুষ গুলো আইনি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন। দীর্ঘদিন ধরে এসব বিষয়গুলো বিবেচনা করে নানা প্রক্রিয়ায় গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্ত নিয়ে গরীবের আইনী সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার চালু করেছে বিনামূল্যে জাতীয় আইনগত সহায়তা কার্যক্রম সেবা। এ সহায়তার জনপ্রিয় শ্লোগান হলো: গরীবের মামলার ভার বহন করবে সরকার। বাংলাদেশে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম ১৯৯৪ সালে শুরু হলেও সারাদেশে এই আইন সম্পর্কে জানতে অনেক দিন সময় লেগে যায়। ২০০০ সালে আইন সহায়তা বিষয়ক একটি স্বতন্ত্র আইন সংসদে পাস হয়। ২০০৯ সালে সরকারি এই উদ্যোগ গণমানুষের দ্বারপ্রান্তে যাওয়ার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর অধীনে জাতীয় পরিচালনা বোর্ড এবং তার অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা গঠন করা হয়। এ সংস্থার কার্যক্রম দ্রুত ও সহজ উপায়ে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে সুপ্রিমকোর্ট কমিটি, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি এবং গ্রাম আদালত কমিটি ও চৌকি আদালত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২০১৩ সালে ২৮ এপ্রিল দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালিত হয়। এসব কর্মযজ্ঞের মূল লক্ষ্য হলো আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ দুস্থ মানুষের বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা সেবা প্রদান করা। এধরণের আইনি সহায়তা বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য করুণা নয় বরং এটি তাদের অধিকার। বর্তমানে টিভি, রেডিও এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনো এবিষয়ে বিস্তারিত অনেকেই জানেন না। অনেকে জানলেও শহরে আসা কিংবা কোর্ট-কাচারির ভীতি তাদেরকে আইনগত অধিকার থেকে পিছিয়ে রাখছে। আমরা মনে করি এক্ষেত্রে বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওগুলো অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। দুস্থ ও দরিদ্র জনগণের জন্য সরকারি ব্যয়ে আইনি সহায়তা প্রদান সম্পর্কে গ্রামে-গঞ্জের প্রতিটি ঘরে ঘরে বার্তা পৌঁছাতে এনজিওদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে সারাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত লিগ্যাল এইড কমিটি সরকারি আইনী সহায়তার বার্তাগুলো সহজ এবং অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ও বোধগম্য করে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে কর্মরত এনজিওগুলোর শক্তি সামর্থ্য তথা সাংগঠনিক কাঠামোকে আরো ব্যাপক পরিসরে কাজে লাগাতে পারে। আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের প্রতিটি পাড়া-মহল্লায়, নগরের প্রতিটি বস্তিতে দুস্থ দরিদ্রশ্রেণির প্রতিটি পরিবারের সাথে এনজিওদের কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ততা রয়েছে। সারাদেশে জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উন্নয়ন সংস্থাগুলোর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বনায়ন, জীবিকায়ন, অধিকার কিংবা ক্ষুদ্রঋণসহ নানা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকে এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা। ফলে সচেতনতা সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এসব এলাকায় এনজিওকর্মীদের যাতায়াত নিত্যদিনের। এভাবে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর সাথে এনজিওকর্মীদের গড়ে উঠে নিবিড় সম্পর্ক। বাংলাদেশে একটি বিষয় উল্লেখ করার মতো যে, পারস্পরিক বিশ্বাসের জায়গা থেকে ইতিমধ্যে এনজিওকর্মীগণ দরিদ্রজনগোষ্ঠীর শতভাগ আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। কথায় আছে এনজিওকর্মীরা প্রতিটি ঘরের হাড়ির খবরও জানে, কারণ এসব জনগোষ্ঠী এনজিওকর্মীদেরকে তাদের উন্নয়নের দিশারী হিসেবে গণ্য করে। বাংলাদেশে প্রায় আনুমানিক আড়াই লক্ষ এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সরকারিভাবে নিবন্ধিত রয়েছে। সাধারণত এসব এনজিও ০৬ টি আইনের আওতায় নিবন্ধিত হয়। আইনগুলো হলো: ১৮৬৫ সালের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট অ্যাক্ট, ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ সালের ফরেন ডোনেশন (ভলান্টারি অ্যাকটিভিটিজ) রেগুলেশন অর্ডিনেন্স এবং ২০০৬ সালের মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন। এসব আইনের অধীনে সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ যেমন সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি এর অনুমোদন বা নিবন্ধন নিয়ে এনজিওগুলো কাজ করছে। অনুমোদিত বা নিবন্ধিত এসকল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর গবেষণালব্ধ বহুমাত্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের লক্ষিত জনগোষ্ঠী হলো দুস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অনগ্রসর ও নির্যাতিত জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন এসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা এনজিওসমূহের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, প্রাণিসম্পদ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবাধিকার এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এক অকৃত্রিম আন্তরিকতার সেতুবন্ধন রচিত হয়। এজন্য দেখা যায় এনজিও কর্মীরা দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের কাছে তাদের ভাষায় তাদের মতো করে তাদের সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়া তুলে ধরতে সক্ষম হয়। মোদ্দাকথা বাংলাদেশে সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম ও এর সুফল গণহারে মানুষের কাছে পৌঁছাতে ব্যাপকভাবে এনজিওগুলোর অংশগ্রহণ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি দিক।

* বি. দ্র: লেখাটি তৈরী করতে তথ্যগত সবক্ষেত্রে মোঃ জসিম উদ্দিন রচিত "আইনগত সহায়তা ব্যবস্থা - বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত" বইটির সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। লেখকের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা*

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট আয়োজিত বাল্যবিবাহের কুফল বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহায়তায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের আওতায় জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ৮ জানুয়ারী দিনব্যাপী বাল্যবিবাহ এর কুফল বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে স্থানীয় স্কুলের ২৭০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং প্রশিক্ষণটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধানশিক্ষক মোঃ ইলিয়াছ এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উক্ত প্রশিক্ষণে ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে ঐক্যমত গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আয়বর্ধনমূলক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আইজিএ ঋণ গ্রহণকারী ১৫০ জন সদস্য ও উদ্যোক্তাদের নিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে ঋণের ব্যবহার এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ রির্সোস পারসনগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। কৃষি বিষয়ে হাটহাজারী উপজেলা কৃষি বিষয়ক কর্মকর্তা শেখ আবদুল্লাহ ওয়াহিদ, উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডা.মোঃ আইয়ুব মিঞা রানা, চট্টগ্রাম এ্যানিমেল সাইন্স এন্ড ভেটেরিনারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানবীশ ডা.মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ডা.ইকবাল হাবিব, ডা.মোঃ রবিন এ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

গত তিন মাসে (জানুয়ারী-মার্চ ১৮) অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের স্থান	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
আধুনিক প্রযুক্তিতে গাভী পালন	সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়	২৬-২৭ ফেব্রু.	২৫ জন
মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন	সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়	৪-৫ মার্চ	২৫ জন
হাঁস মুরগি পালন	সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়	৬ মার্চ	২৫ জন
জৈব পদ্ধতিতে সবজি চাষাবাদ	সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়	১২ মার্চ	২৫ জন
ভার্মি কম্পোষ্ট সার উৎপাদন	সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়	১৩ মার্চ	২৫ জন
গরু মোটাতাজাকরন	সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়	১৯-২১ মার্চ	২৫ জন

মেখল ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা প্রদান

মেখল ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত তিন মাসে (জানুয়ারী-মার্চ) ১০০জন প্রবীণকে ৬০০/- হারে ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা বয়স্ক ভাতা ও ১ জনকে অসচ্ছল প্রবীণকে ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা ভাতা প্রদান করা হয়। এছাড়াও নিয়মিত প্রবীণ গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে সমৃদ্ধি কর্মসূচি

বিবরন	তিন মাসের অর্জন		ক্রমপুঞ্জিভূত	
	মেখল	গুমান মর্দ্দন	মেখল	গুমান মর্দ্দন
স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রি	৩২৪	৬৩	৫৩৭৩	৬৭৬
স্ট্যাটিক ক্লিনিকের সংখ্যা	৮৬	৫১	১৩৪৭	৫৩৩
স্ট্যাটিক ক্লিনিক রোগীর সংখ্যা	১০৪৭	৫১৬	১৮৮৩৮	৫০৮৬
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	২৪	১২	৩৫৭	১৩৮
স্যাটেলাইট ক্লিনিক রোগীর সংখ্যা	৮১৮	৩৩৮	১০১৬৬	৩৫০৫
অফিস স্যাটেলাইট	১২	-	১০৩	-
অফিস স্যাটেলাইট রোগীর সংখ্যা	৪২৫	-	৩০৩৮	-
স্বাস্থ্য ক্যাম্প	২	১	২৫	১৩
স্বাস্থ্য ক্যাম্প রোগীর সংখ্যা	৭৬৭	২৩৯	১৩২৪৩	৫০৩৩
চক্ষু ক্যাম্প	-	-	১৪	৪
চক্ষু ক্যাম্প রোগীর সংখ্যা	-	-	৩০২৭	৯৮৯
চোখের ছানি অপারেশন	৭	১০	১৮৩	৩১
চশমা বিতরণ	-	-	২৭৮	৯১
ডায়াবেটিক পরীক্ষা	৭৬৫	১৩৯	১১৬১৬	১৮৪৭
স্বাস্থ্য সচেতনতা সভা	১৯২	৭২	৪২১০	৯১৪
কৃমিনাশক ঔষধ আলবেনডাজল ট্যাবলেট	৬৪৩০	১২০০	৯৩০৮৪	১৫৮৬০
ক্যাপসুল আয়রন,ফলিক এসিড ও জিংক	৪৯৮০	৩০৯০	৪০৪০০	১৮৮৯৫
পুষ্টি কণা	১২০৫	৭৮০	১৭৩৯১	৭৩৫৫
ক্যালসিয়াম (মীরাকল)	৬৪০	-	৪৭০০	২১০০
স্যানিটারী ল্যাট্রিন	১	-	৪৮	২০
পাবলিক টয়লেট কমপ্লেক্স	-	-	৩	-
শতভাগ স্যানিটেশন কার্যক্রম	-	-	৪৪৫	২০০
গভীর নলকূপ স্থাপন	২	-	১২	১
অগভীর নলকূপ স্থাপন	-	-	২৯	১৬
রিং, কালভার্ট	-	-	২০	৪
ড্রেন নির্মান	-	-	১	-
কবর স্থানের সাইড ওয়াল	-	-	১	-
রাস্তার পার্শ্বে সাইড ওয়াল	-	-	১	-
পুকুর পাড়ের সাইড ওয়াল	-	-	১	১০
ভার্মি কম্পোস্ট	-	-	৫০	১০
ভিক্ষুক পুনর্বাসন	-	-	১০	৪
সবজি বীজ বিতরন	-	-	১০০০	-
বাসক কাটিং	-	-	৩৩৯৩৮	-
গাছের চারা বিতরন	-	-	৭৯৩০	৭৬৮৫
বায়োগ্যাস	-	-	৫	০২
সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর	-	৯	৪	৯
চলমান শিক্ষা কেন্দ্র	২	৩৫	৪০	৩৫
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (বর্তমান)	১২০০	৯৪৩	১২০০	৯৪৩

গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা প্রদান

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি শীর্ষক একটি সমন্বিত কর্মসূচি হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে ০১ আগস্ট ২০১৬ইং হতে বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির আওতায় গত তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) ৭৫ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে প্রতিমাসে ৬০০ টাকা হারে ১,৩৫,০০০/-(একলক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) টাকা বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়। এছাড়াও নিয়মিত প্রবীণ গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেখল ইউনিয়ন পরিষদ ও জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে

ঘাসফুল এর উদ্যোগে স্বাস্থ্যক্যাম্প সম্পন্ন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়েনের স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন করে একটি সমৃদ্ধ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে ঘাসফুল। বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় গত ২৫ জানুয়ারী মেখল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় ও ২২ মার্চ জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে দুইটি স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্যক্যাম্প গুলোতে মেডিসিন, মা ও শিশু এবং ডায়বেটিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্যক্যাম্প দুটিতে সর্বমোট ৭৬৭ জন রোগী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে। মেখল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ক্যাম্প উদ্বোধন করেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সালাহ উদ্দিন চৌধুরী এবং জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন প্রধানশিক্ষক আবু আকতার হোসাইন। ক্যাম্প উদ্বোধনকালে মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাহ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, এ ধরনের স্বাস্থ্যসেবা মেখল ইউনিয়নের জনসাধারণ আগে কখনো পায়নি। জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পের উদ্বোধনকালে জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক আবু আকতার হোসাইন ঘাসফুলের কার্যক্রমের প্রসংশা করে বলেন, চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং ঘাসফুল তাদের কার্যক্রম আরো প্রসারিত করে মেখলকে একটি সমৃদ্ধ ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন। জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম, মেখল ইউনিয়নের ১,২,৩ ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা ইউপি মেম্বার বেবী আক্তার, ১নং ওয়ার্ডের ইউপি মেম্বার মোঃ আব্দুস শুক্কুর, জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ইলিয়াছ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। মেখল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম, মেখল ইউনিয়নের ইউপি মেম্বার মোঃ কাইয়ুম, জালাল উদ্দিন, জসিম উদ্দিন, ১,২,৩ ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা ইউপি মেম্বার বেবী আক্তার, ১নং ওয়ার্ডের ইউপি মেম্বার মোঃ আব্দুস শুক্কুর, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ঘাসফুল-সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র উদ্যোগে গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে

হৃদরোগ বিষয়ক স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত

গত ২৮ মার্চ গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে সুলতান আশরাফ শাহ ইসলামিক একাডেমিক কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র উদ্যোগে হৃদরোগ বিষয়ে এক স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্যক্যাম্পে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ হৃদরোগ বিষয়ে ৭০ জন, মা ও শিশুরোগ বিষয়ে ৮৩ জন এবং ডায়াবেটিক বিষয়ে ৮৬ জনসহ মোট ২৩৯জন রোগী চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ পত্র প্রদান করেন। স্বাস্থ্যক্যাম্পের উদ্বোধনকালে গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান মুজিব বলেন, অবহেলিত এই জনপদের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার এই কাজ প্রসংশনীয়। এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ৯নং ওয়ার্ডের ইউপি মেম্বার রোকন উদ্দিন, সুলতান আশরাফ শাহ ইসলামিক একাডেমিক কমপ্লেক্স এর অধ্যক্ষ, শিক্ষকসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

আইডিএফ সমৃদ্ধি মেলায় ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

গত ৯ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার কদলপুর ইউনিয়নে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় আইডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঘাসফুল অংশগ্রহণ করে এবং স্টলের মাধ্যমে সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকাশনা সমুহ তুলে ধরে। এ সময় ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি পিকেএসএফ-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সাবেক মুখ্য সচিব ও পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবদুল করিম, বাংলাদেশ সরকারের অর্থসচিব মোঃ মুসলিম চৌধুরী, পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, রাউজান উপজেলা চেয়ারম্যান এহেছানুল হায়দার চৌধুরী বাবুল, কদলপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ তছলিম উদ্দিন চৌধুরী, পিকেএসএফ এর মহা-ব্যবস্থাপক ও সমৃদ্ধি টিম লিডার মশিয়ার রহমান, আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক জহিরুল আলম এর সাথে স্টল পরিদর্শন করেন এবং সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। স্টলে আগত দর্শনার্থীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

জাতীয় শিশুদিবসে ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প পরিদর্শনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক

গত ১৭ মার্চ জাতির পিতার ৯৯তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশুদিবসে ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের কর্ম-এলাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের 'চন্দ্রনগর আশার আলো শিশু শিখন কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন বাংলাদেশ সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) তপন

কুমার ঘোষ। এসময় তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষে আয়োজিত শিখন কেন্দ্রের সুবিধাবঞ্চিত ও ঝরেপড়া শিশুদের চিত্রাংকন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শিশুদেরকে অনেক ভালবাসতেন। বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের নন তিনি ছিলেন সারা বিশ্ববাসির মুক্তির প্রেরণা। তিনি বঙ্গবন্ধুর সঠিক ইতিহাস ও জীবনাদর্শ শিশুদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে শিক্ষক অভিভাবকসহ সকলকে আহ্বান জানান। তিনি শিশুদেরকে মৌলিক ও সঠিক শিক্ষাদানে সবাইকে আন্তরিক হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির হেড অব পার্টনারস এন্ড প্রজেক্ট মনোয়ার হোসেন খন্দকার, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এর মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগের উপ-পরিচালক রুকন উদ্দিন সরকার, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ জগলুল হায়দার, সহকারী পরিচালক জুলফিকার আমীন, ব্র্যাক সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের চিফ অব পার্টি মাহমুদ হাসান, সেভ দ্যা চিলেড্রনের চিফ অব পাটি রফিকুল ইসলাম সাথী, ব্র্যাকের অপারেশন ম্যানেজার (এসসিই) মাহবুব হোসেন খান, ডবলমুরিং থানার সহকারী শিক্ষা অফিসার তপন কুমার চৌধুরী, পুর্ব টাইগারপাস কলোনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেশমা আকতার ভুঁইয়া, ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ম্যানেজার জোবায়দুর রশীদ ও সিরাজুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন পেইজ ভ্যালু চেইন প্রকল্পে আওতায়

কৃষক মাঠ দিবস, প্রশিক্ষণ, ইস্যু ভিত্তিক সভা, নলেজ শেয়ারিং এক্সপোজার ভিজিট ও প্রদর্শনী কার্যক্রম সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ও ঘাসফুলের আয়োজনে গত ১৯ মার্চ কৃষক মাঠ দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দন ইউনিয়নের সাদেক নগর এলাকায় মুছা মিয়ার কাছারিতে স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্থানীয় ৭০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ছিলেন ৪৫ জন পুরুষ এবং ২৫ জন নারী। এতে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, হাটহাজারী আঞ্চলিক কার্যালয়ের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোকতাদির। অনুষ্ঠানের সভাপতি উপস্থিত কৃষকদের কৃষিকাজ করতে গিয়ে মাঠ পর্যায়ে উদ্ভূদ্ধ সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এবিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি সকলের কাছে প্রকল্পের কর্মকান্ড, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। কৃষকদের রোগ-বালাই ও সার প্রয়োগ ইত্যাদি কৃষি বিষয়ে টেকনিক্যাল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন সভার মুখ্য আলোচক ড. মোকতাদির। সভা শেষে সভাপতি ও মুখ্য আলোচক বেশ কয়েকজন কৃষকদের নিয়ে স্থানীয় টমেটো চাষী বাবুলের টমেটো ক্ষেত সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং সেখানে অবস্থান করে টমেটোর বিভিন্ন জাত, সারের মাত্রা, রাসায়নিক সারের প্রয়োগ কিভাবে কমানো যায়, জাত চেনার উপায়, ক্ষেতের পরিচর্চা, আধুনিক পদ্ধতিতে নিরাপদ সবজি উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল কৃষি সেলের ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সেলিম, সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ আরিফ এবং হাটহাজারী অঞ্চলের সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম উদ্দিন, পেইজ প্রকল্পের সমন্বয়কারী কৃষিবিদ আজিজুল হক প্রমুখ। এছাড়া গত তিন মাসে চব্বিশ (২৪)টি প্রশিক্ষণ, পনের (১৫)টি ইস্যু ভিত্তিক সভা, এক (১)টি নলেজ শেয়ারিং ও পনের (১৫)টি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীর বিষয়গুলো হলো মিষ্টি মরিচের বীজ উৎপাদন, নিরাপদ সবজি প্রদর্শনী, কেঁচো সার উৎপাদন। এছাড়াও ১৮ জানুয়ারি পেইজ প্রকল্পের ৩০জন কর্মকর্তা বন্ধু সংস্থা 'সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা' সুবর্ণচর, নোয়াখালী পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা দুই সংস্থার মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

উদ্যোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল ও ফসল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারন প্রকল্পের আওতায় হাইব্রিড নারিকেল ও বারহি খেজুরের চারা বিতরণ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন

গত তিন মাসে (জানুয়ারী-মার্চ) উদ্যোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল ও ফসল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারন প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের মাঝে ৪০০টি হাইব্রিড নারিকেল ও ৫০টি বারহি খেজুরের চারা বিতরণ এবং একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

গত তিন মাসে (জানুয়ারী - মার্চ) অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে নাম, স্থান ও সময়

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের স্থান	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষকের নাম
আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চ মূল্যের সবজি ও মরিচ চাষ বিষয়ক ও নেতৃত্ব বিষয়ক কৃষক দল নেতার প্রশিক্ষণ	মেখল শাখা কার্যালয়, হাটহাজারী	২৮মার্চ	৫০জন	শেখ আব্দুল্লাহ ওয়াহিদ - হাটহাজারী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষিবিদ মোঃ শাহাদাত, মোহাম্মদ সেলিম-ব্যবস্থাপক (কৃষি সেল)

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন

'জানবে বিশ্ব জানবে দেশ, দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত বাংলাদেশ' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ১০ মার্চ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি মোকাবিলা দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপিত হয়। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ও উন্নয়ন সহযোগী

সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। র‍্যালীটি চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ থেকে শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সার্কিট হাউসে এসে শেষ হয়। এতে ঘাসফুলের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য ঘাসফুলের ৫০ জন প্রশিক্ষিত কর্মীর সমন্বয়ে দুর্যোগ মোকাবেলা ও জরুরী উদ্ধারকারী সেল রয়েছে। ঘাসফুলের এ উদ্ধারকারী দলটির সাইক্লোন পাহাড়ধ্বস, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় সহ বিভিন্ন ধরণের দুর্যোগ মোকাবেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৮ এ ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কর্তৃক আয়োজিত ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি তিন দিনব্যাপী 'ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৮' চট্টগ্রাম এম.এ. আজিজ স্টেডিয়ামের আওতাধীন জিমনেশিয়াম সংলগ্ন আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ আবদুল মান্নান। স্টলে আগত অতিথিদের স্বাগত জানান ঘাসফুল এমআইএস বিভাগের সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদার ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। এ সময় ইন্টারনেট ছাড়া মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে কিভাবে সমিতি থেকে কালেকশন করা যায় তা প্রদর্শন করা হয়।

পরিবার পরিকল্পনা মেলায় ঘাসফুলের অংশ গ্রহণ

পরিকল্পিত পরিবারে গড়বো দেশ, উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির বাংলাদেশ- এই প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ১০-১১ মার্চ দুইদিন ব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা মেলা অনুষ্ঠিত হয় এম এ আজিজ স্টেডিয়াম সংলগ্ন জিমনেসিয়াম মাঠে। বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় ও চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এ মেলার আয়োজন করে। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) শংকর রঞ্জন সাহা মেলার উদ্বোধন করেন। মেলায় ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের তত্ত্বাবধানে স্টলে আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

আগামী প্রজন্মের জন্য আমাদের নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ২০১৮ অনুষ্ঠান সম্পন্ন

গত ২৬ মার্চ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ২০১৮ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় পশ্চিম মাদারবাড়ীস্থ ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল প্রাঙ্গনে। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক যুগ্ম-সচিব ও ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পশ্চিম মাদারবাড়ী ২৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গোলাম মোঃ জোবায়ের। স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্কুলের অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব জমির আহমদ সরদার, ঘাসফুল উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ও সমাজসেবক

রওশন আরা মোজাফফর বুলবুল, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন- আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। তাদের জন্য আমাদেরকে নিরাপদ বাংলাদেশ তৈরী করতে হবে। তাদেরকে শিক্ষার পাশাপশি মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে হবে, সুস্থ সংস্কৃতি, শিল্প চর্চার মাধ্যমে মেধার বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করতে হবে। শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব অভিভাবক, শিক্ষক এবং সমাজের সকল স্তরের নাগরিকের। প্রতিটি শিশুর সামাজিক, নৈতিক শিক্ষার সাথে প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণিতে মেধা তালিকায় ১ম, ২য়, ৩য় স্থান ২৭ জন অধিকারকারী এবং ১৪টি ইভেন্টে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারকারী ৪২জন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলের অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলী শেষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় মাতৃভাষার জন্য শহীদের

আত্মত্যাগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী, সহকারি শিক্ষক জান্নাতুল মাওয়া, নুসরাতুন নঈম, শাহানাজ বেগম, রুনা আক্তার ,তানজিনা হক, নাজমা আক্তার এবং স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র

গত তিন মাসে (জানুয়ারী-মার্চ) মোট ১৯জন শিক্ষার্থীকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়। শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯৭%। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আঁকা, সচেতনতামূলক ক্লাস ও অভিভাবক সভার আয়োজন এবং সরকারি স্কুলে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হয়।

নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায়। গত তিন মাসে (জানুয়ারী-মার্চ'১৮) ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর, সাপাহার উপজেলায় মোট ৫ (পাঁচ)টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
নিয়ামতপুর	০২	১৭০	৪০	২৯
সাপাহার	০৩	২৯০	৭০	৫২
মোট	০৫	৪৬০	১১০	৮১
ক্রমপুঞ্জিভূত	১৪২	১৯০২৩	৩৩০৯	১৮৫১

নবায়নযোগ্য জ্বালানী কার্যক্রমের আওতায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন

ঘাসফুলের উদ্যোগে ইডকলের সহযোগীতায় বায়োগ্যাস কার্যক্রমের আওতায় নওগাঁ ও চট্টগ্রাম জেলায় তিন মাসে ১০টি এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩২২টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

ঘাসফুল ঋণ ঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

গত তিন মাসে (জানুয়ারী-মার্চ) ঘাসফুলের বিভিন্ন শাখায় ৮২জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। ঘাসফুল ঋণ ঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১৫,৬৩,৯৪৮/-(পনের লক্ষ তেষট্টি হাজার নয়শত আটচল্লিশ) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৬,২৮,১৫২/- (ছয় লক্ষ আটাশ হাজার একশত বায়ান্ন) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৪,১০,০০০/- (চার লক্ষ দশ হাজার) টাকা।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩১মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪২৩৫
সদস্য সংখ্যা	৬৫৪৩৪
সঞ্চয় স্থিতি	৪৫৭৭৫৫০০১
ঋণ গ্রহীতা	৫২০৪৩
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরন	১১৭৪৬৩৮১৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	১০৭৫৩৫৮১৭৬
ঋণ স্থিতির পরিমান	৯৯২৭০০২২৪
বকেয়া	৪০৬৪১৭১৮
শাখার সংখ্যা	৫০

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম

তিন মাসের (জানুয়ারী-মার্চ'১৮) নিয়মিত কার্যক্রমসমূহ

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
ক্লিনিক্যাল সেবা	১০৪১ জন
টিকাদান কর্মসূচি	৩৭৯ জন
পরিবার পরিকল্পনা	১৫৬৪ জন
নিরাপদ প্রসব	৭৩ জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	৬৩৮৪ জন
হেলথ কার্ড	৫৯১ জন

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ জানুয়ারী-মার্চ'১৮ তিন মাসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:

নাম ও পদবী	সময়কাল	বিষয়	আয়োজক	স্থান
মোঃ সেলিম প্রোগ্রাম ম্যানেজার এ,কে,এম আজিজুল হক প্রোজেক্ট ম্যানেজার	০৪-০৮ ফেব্রুয়ারী	Business/Sector Policy Analysis & Advocacy	পিকেএসএফ	পিকেএসএফ
মোঃ রফিকুল ইসলাম জুনিয়র অফিসার	১৮-২০ ফেব্রুয়ারী	ME & SME Employees Development Course	সিডিএফ	সিডিএফ

উন্নয়নের প্রতিটি শাখায়......

শেষ পৃষ্ঠার পর

আওতায় হাটহাজারী মেখল ইউনিয়নে ইছাপুর ফজুজিয়া বাজারস্থ স্থানীয় এক কমিউনিটি সেন্টার প্রাঙ্গনে আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন। আলোচনা সভার পূর্বে মেখল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ সালাহউদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী ইছাপুর ফজুজিয়া বাজার প্রদক্ষিণ করে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় নারীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। ঘাসফুল সহকারী পরিচালক আবেদা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আক্তার উননেছা শিউলী। অনুষ্ঠানের সভাপতি আবেদা বেগম বলেন, আমরা গর্বিত কারণ আমাদের সংস্থা ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ একজন নারী। তিনি ১৯৭২ সাল থেকে নারী উন্নয়ন ও নারী জাগরণে কাজ করে গেছেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন হাটহাজারী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছাঃ কানিজ তাজিয়া, মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সালাহউদ্দিন চৌধুরী, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ নিয়াজ মোর্শেদ, হাটহাজারী প্রেস ক্লাবের সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া। সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সৈয়দ মামুনুর রশীদ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোঃ সেলিম, মেখল ইউনিয়ন পরিষদের ২নং ওয়ার্ডের সদস্য মোঃ জসিম উদ্দিনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং ঘাসফুলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঘাসফুলের আঞ্চলিক প্রধানদের নিয়ে শুদ্ধাচার বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার চর্চা অপরিহার্য। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে যেমন ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব তেমনি তৃণমূল পর্যায়ের উপকারভোগীদের মাঝেও পরিবর্তন আনা সম্ভব। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এর নির্দেশনায় ঘাসফুল সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চা অব্যাহত রেখেছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারী বাদশা মিয়া চৌধুরী রোডস্থ ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত শুদ্ধাচার বিষয়ক এক সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

পরাণ আপা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক......

শেষ পৃষ্ঠার পর

করে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, স্বাস্থ্যশিক্ষা নিয়েছেন। পরাণ রহমান সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের চরলক্ষ্যায় বে-অব-বেঙ্গল প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় জেলেদের উন্নয়নে কাজ শুরু করেন। সৃজনশীল কর্মকান্ডের সঙ্গেও শামসুন্নাহার রহমান পরাণ নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তাঁর প্রকাশিত

পাঁচটি গ্রন্থ রয়েছে। পরাণ রহমান ১৯৬৯-৭১ সালে একধার বাঙালী নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। গণজাগরন সৃষ্টি করাই ছিলো তার লেখনীর একমাত্র উদ্দেশ্য। উন্নয়ন কর্মকান্ডে অনন্য ভূমিকার জন্য শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ও তাঁর প্রতিষ্ঠান 'ঘাসফুল' বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য পুরষ্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। ১৯৯০ সালে তাঁর গড়া প্রতিষ্ঠান 'ঘাসফুল' চট্টগ্রামের সেরা এনজিও হিসেবে রাষ্ট্রপতি পদক এবং ১৯৯৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে "ঘাসফুল" পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সেরা এনজিও হিসেবে পদক লাভ করে। ঘাসফুল পরিবার পরাণ রহমানের ৩য় মৃত্যুবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করেন। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্র সকাল ৮.১৫ মিনিটে আলোকপাত অনুষ্ঠানে স্মরণ অনুষ্ঠান এবং এফএম রেডিও ৮৮.৮ স্মৃতিচারণ ও কথিকা প্রচার করে। এছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র পরাণ রহমান স্মরণে স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান প্রচার করে। উক্ত স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- নিজেরা করি এর সমন্বয়কারী খুশী কবির, ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অফ বাংলাদেশ (আইসিএবি) এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পারভীন মাহমুদ এফসিএ, ওয়াইডব্লিউ সিএ চট্টগ্রাম এর জেনারেল সেক্রেটারী সিনথিয়া ডি. রোজারিও এবং ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় ছিলেন ঘাসফুল এর চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী। একই দিন সকাল ১০টায় ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয়। দোয়া মাহফিলে ঘাসফুলের প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ১জুন ১৯৪০ সালে মাতুতালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। এই মহীয়সী নারী ৭৫ বছর বয়সে ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ সালে পরলোক গমন করেন।

প্রবীণদের বিশেষ সহায়তা...

শেষ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানে হাটহাজারী উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুল আলম চৌধুরী বলেন, ঘাসফুল অসহায় এবং সহায়-সম্বলহীন প্রবীণদের বিশেষ সহায়তা প্রদান করে সকলের জন্য এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি এ ধারা অব্যাহত রাখতে ঘাসফুলকে অনুরোধ জানান এবং এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান মুজিব বলেন, সরকারের সহায়ক হিসেবে ঘাসফুল কাজ করছে। প্রবীণদের বিশেষ চাহিদার কথা বিবেচনা করে আজ যে উপকরণসমূহ প্রবীণদের প্রদান করা হলো তা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত, এজন্য ঘাসফুলকে ধন্যবাদ। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, মোঃ ওবায়দুল আকবর, মোঃ সোলতানুল আলম চৌধুরী, হাজী মনির আহমদ। সমাপনী এবং সভাপতির বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। তিনি সমাপনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও ইউপি সদস্য, উপস্থিত সকল প্রবীণকে সফল ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামীতেও এধরণের সহায়তা প্রদানের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউপি মেম্বার সৈয়দ মোঃ জাহেদ হোসেন, বিন্দু ভূষণ বড়ুয়া, আয়শা আমেনা, ইউপি সচিব মোঃ আবু তৈয়ব, প্রবীণ ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভাপতি হাজী মনির আহমদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ সোলতানুল আলম চৌধুরী ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

শেষের পৃষ্ঠা
● বর্ষ ২০১৮ ● সংখ্যা ০১
● জানুয়ারি- মার্চ

ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ১৭ বছর

গভীর শ্রদ্ধায় পালিত হলো ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের ৩য় মৃত্যুবার্ষিকী

পরাণ আপা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক, নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর জ্বালানো আলোর মশাল পৌঁছে দিতে হবে

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণের ৩য় মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা ও উন্নয়ন সেক্টরের পথিকৃৎ প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠা করেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ঘাসফুল'। তিনি দলিত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের প্রতীক হিসেবে সংগঠনটির নাম দেন 'ঘাসফুল'। যুদ্ধ পরবর্তী ঘরবাড়ি হারা বিধ্বস্থ মানুষের সহায়তায় রিলিফ-ওয়ার্ক এর মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রম শুরু করেন ১৯৭২সালে। তিনি বিশেষ করে দুস্থ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা নিয়ে কাজ শুরু করেন। মূলতঃ শামসুন্নাহার রহমান পরাণের এই উদ্যোগ ছিল দেশের মানুষের জন্য। পরাণ রহমান শুধু ঘাসফুল নয়, তিনি ডায়াবেটিকস সমিতি, লায়ন্স ক্লাব, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, রোগী কল্যাণ সমিতি, ফ্যামেলী প্ল্যানিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, রেড ক্রিসেন্ট, চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল, অটিস্টিক স্টুডেন্ট ডেভেলপেমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার চিটাগং (এসিডিডব্লিউসি), লেখিকা সংঘ, চট্টগ্রাম লেডিস ক্লাব, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, প্রবীণ অধিকার ফোরাম, ট্রাস্ট, গণস্বাক্ষরতা অভিযানসহ প্রায় অর্ধ-শতাধিক সেবামূলক সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের ছোটদের জন্য 'খেলাঘর' অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে পাহাড়সম প্রতিকূলতার মাঝে 'ঘাসফুল' এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরের বস্তিতে বস্তিতে নিভৃতে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক মানুষদের জীবন-জীবিকার সার্বিক মান উন্নয়নে ঘাসফুল বৃদ্ধি করে তার কর্ম-এলাকা ও কর্ম-পরিধি। পরাণ রহমান চট্টগ্রাম কারাগারের পরিদর্শক ও চিটাগং মিউনিসিপ্যালটির কমিশনার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আশির দশকে গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশকালীন সময়ে চট্টগ্রামের অস্বচ্ছল পরিবার এবং বস্তিবাসী মেয়েদের স্বপ্রনোদিত হয়ে ব্যবহারিক সেলাই শিক্ষার ম্যানুয়াল তৈরী । বাকী অংশ ১১ পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুল আয়োজিত আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তারা

উন্নয়নের প্রতিটি শাখায় নারীরাই বেশী অবদান রাখছে

যে পরিবারে কন্যা সন্তানেরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে পরিবারে কখনো বৃদ্ধ মা-বাবার অবহেলা হয় না। উন্নয়নের কথায় যদি আসি, তাহলে বলতে হয় আজকের বাংলাদেশে উন্নয়নের প্রতিটি শাখায় নারীরাই বেশী অবদান রাখছে। দেশের অর্ধেক অংশ নারী, তাদের উপেক্ষা করে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। গত ০৮ মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ঘাসফুলের সমৃদ্ধি কর্মসূচির । বাকী অংশ ১১ পৃষ্ঠায় দেখুন

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
লুৎফেন্নেসা সেলিম (মিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (ফুলফুল)
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
নুরুল কবির চৌধুরী শিমুল
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

ঘাসফুল-প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায়

প্রবীণদের বিশেষ সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ঘাসফুল-সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র কার্যালয় প্রাঙ্গণে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের ১৬২ জন প্রবীণকে হুইল চেয়ার, কমোড চেয়ার, ছাতা, লাঠি, কম্বল ও চাদর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করা হয়। ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশেষ সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুল আলম চৌধুরী, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমান মুজিব, হাটহাজারী উপজেলা সমাজসেবা অফিসের উপ-সহকারী কর্মকর্তা মোঃ ওবায়দুল আকবর।
। বাকী অংশ ১১ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রকাশনা : **ঘাসফুল**, এমএ মঞ্জুরী, বাড়ী নং-৫/ডি, বাদশামিয়া রোড, অক্সিজেন, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮২৫৮২৯, মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫
ইমেইল :ghashful@ghashful-bd.org, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org